17-12-54

এইচ্.এন্.সি. প্রোডাক্সন্সের্ নিবেদন

অনুরূপা দেবীর

মন্ত্রশক্তি

পরিবেশনায় • চিত্র পরিবেশক লিঃ

চরিত্র চিত্রণে ঃ

সন্ধ্যারাণী, মলিনা. অনুভা, মঞ্জু, রাণীবালা, মায়া, রিক্তা, লক্ষ্মীপ্রিয়া, উত্তম কুমার, অহীন চৌধুরী, অসিতবরণ, জহর গাঙ্গুলী, কানু ব্যানার্জ্জী, রবি রায়, সন্তোষ সিংহ, পঞ্চানন ভট্টাচার্য্য, ভূপেন চক্রবর্ত্তী, শিবকালী, চন্দ্রশেখর, অজিত চ্যাটার্জী, শান্তি ভট্টাচার্য্য, প্রীতি মজুমদার, ঋষি ব্যানার্জী, শান্তি মজুমদার (এ্যাঃ), শান্তি রায়, রাসবিহারী, জীবন, মনি, সুধাংশু, সুখেন, ভানু ও আরো অনেকে—

চিত্র গঠনে ঃ

প্রযোজনা—হরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়
কর্ম্মপরিচালনায়—সুকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
গীতিকার—তড়িৎ কুমার ঘোষ
প্রধান যন্ত্রশিল্পী ও শব্দযন্ত্রী—
নৃপেন পাল, এম, এস, সি
চিত্রশিল্পে—ধীরেন দে
চিত্র সম্পাদনে—কমল গাঙ্গুলী
সুর সংযোজনায়—উমাপতি শীল

পরিচালনায়—চিত্ত বসু
চিত্রনাট্য—মনি বর্ম্মা
শিল্প নির্দ্দেশনায়—কার্ত্তিক বসু
ব্যবস্থাপনায়—সত্য বসু, ভানু রায়,
রূপসজ্জায়—গোষ্ঠ দাস
নৃত্য পরিচালনায়—পিটার গোমেজ (এ্যাঃ)
প্রধান সহকারীপরিচালক—
গুরুদাস বাগচী

সহকারীতায় ঃ

পরিচালনায়—অসীম রায় চৌধুরী
প্রদীপ দাশগুপ্ত
সুধাংশু রায়
চিত্রশিল্পে—কৃষ্ণধর, নন্দ ভট্টাচার্য্য
শব্দযন্ত্রে—শশাঙ্ক ঘোষ, বলরাম বারুই
সম্পাদনায়—পঞ্চানন চন্দ্র
প্রতুল রায় চৌধুরী
পটশিল্পে—কবি দাশগুপ্ত
স্থিরচিত্রে—ফটো সার্ভিস

সঙ্গীত পরিচালনায়—সুনীল সাহা
নৃত্যপরিচালনায়—প্রলয় কুমার গুহ
শিল্প নির্দ্দেশনায়—অনিল পাইন
রূপ সজ্জায়—সরোজ মুন্সী
আলোক সম্পাতে—গোপাল কুণ্ডু
জগন্নাথ ঘোষ, শৈলেন দত্ত
সত্যেন, উপেন
যন্ত্রসঙ্গীতে—ক্যালকাটা অর্কেষ্ট্রা
প্রচারসজ্জায়—কলাবিদ্

মোথ্রো চরিত্রটী ৺অপরেশ চন্দ্রের নাটক হইতে গৃহীত।

বেঙ্গল ফিল্ম ল্যাবরেটারীজ লিমিটেডে পরিস্ফুটিত

রাধা ফিল্মস্ ষ্টুডিওতে আর, সি, এ শব্দযন্ত্রে গৃহীত

পরিবেশনায় ঃ চিত্র পরিবেশক লিমিটেড

কাহিনী

[redacted]

মৃত্যুর পূর্ব্বে পণ্ডিত জগন্নাথ তর্কচূড়ামণি যে শেষ পর্য্যন্ত সকলের অবজ্ঞেয়, অল্পবয়সী অম্বরনাথকেই টোলের অধ্যাপক এবং জমীদার বংশের গৃহদেবতা রাধাবল্লভের পুরোহিত পদে বৃত ক'রে যাবেন, এ কথা এক সুধাকর ছাড়া আর কোন শিক্ষার্থীই কল্পনা করতে পারে নি।

ঈর্ষা কাতর আস্তনাথের প্ররোচনায় বিদ্রোহী পড়ুয়ার দল নালিশ ক'রতে গেল জমীদার রমাবল্লভের কাছে। প্রতিবিধান না ক'রলে নতুন টোল খুলবে ব'লে শাসাল তারা। কিন্তু রমাবল্লভ কিইবা করতে পারেন। পিতার উইল অনুসারে জগন্নাথ তর্কচূড়ামণির সিদ্ধান্তই যে চরম!

তবু চিন্তিত হ'য়ে পড়লেন কন্যা বাণীর কথা ভেবেই। রাধাবল্লভের নিত্য সেবার সব আয়োজন, আশৈশব নিজের হাতেই ক'রে আসছে। নতুন পূজারীর সামান্যতম ত্রুটীও সে হয়ত সইতে পারবে না।

আশঙ্কাটা যে তাঁর মিথ্যা নয়, সেটা অচিরেই প্রমাণিত হল। অম্বরনাথ সমস্ত অন্তর দিয়েই দেবতার অর্চ্চনা করতে চায়: কিন্তু ঐশ্বর্য্যের আড়ম্বর তাকে ক্ষুব্ধ ক'রে তোলে। মন ভরে না বলেই বাহ্যিক অনুষ্ঠানে ঘটে ত্রুটী বিচ্যুতি। বাণী রুষ্ট হয়। ধমক দেয় তাকে। চেষ্টা করে সংশোধন ক'রে দেবার।

বিভ্রান্ত মন নিয়ে অম্বর চ'লে যায়। সখী তুলসী পরিহাস তরল কণ্ঠে গেয়ে ওঠে "কানুকে তাড়িয়ে দিস্‌না লো, রাই"........দেবর আস্তনাথের হ'য়ে সুপারিশ করতে এসেছিল সে বাণীর কাছে কিন্তু অম্বরনাথের সৌম্য, শান্ত মূর্ত্তি দেখে, আর পারল না।

বাণী আন্তরিকতার সুরেই জানিয়ে দিল "রাধাবল্লভকে যে স্বামী ব'লে জেনেছে, মানুষের গলায় সে কোনদিনই মালা দিতে পারবে না—"

এদিকে বাপ রমাবল্লভ, মা কৃষ্ণপ্রিয়া—মেয়ের বিয়ের চিন্তায় দিশাহারা হয়ে পড়লেন। আর ক'টা দিনের ভেতর যদি বাণীর বিয়ে দিতে না পারেন, তাহ'লে স্বর্গীয় হরিবল্লভ রায়ের উইল অনুসারে সমস্ত সম্পত্তির মালিক হ'বে

দুর সম্পর্কের ভাগিনেয় মৃগাঙ্ক—মত্তপ এবং উচ্ছৃঙ্খল ব'লে যার হাতে একদিন রমাবল্লভ মেয়েকে কোনমতেই তুলে দিতে পারেন নি।

কিন্তু উপায় বিহীন যখন, তখন কৃষ্ণপ্রিয়া পরামর্শ দিলেন তাকেই তার ক'রে দিতে। শুনে বাণী আপত্তি জানাল। চোখের জল ফেলল— তবু তারের গতিরোধ করতে পারল না।

মৃগাঙ্কের হাতে সে তার গিয়ে যখন পৌছল, তখন বৈঠকখানায় জহরা বাইজীর গান রীতিমত জমে উঠেছে। অকস্মাৎ মামার এই জরুরী তলবে তার চোখের নেশা গেল ছুটে। বন্ধুদের জোর ক'রেই বিদায় ক'রে ঢুকে পড়ল অন্দর মহলে! যে তরুনীটি এসে দাঁড়াল ঘোমটায় মুখ ঢেকে, সে অজা—তার স্ত্রী।

মৃগাঙ্ক অবশ্য তাকে বন্ধু বলেই ডাকে।

সে যে খুব ভোরে উঠেই মামার বাড়ী রওনা হ'বে—দিদিকে এই খবরটুকু জানাতে ব'লেই মৃগাঙ্ক খুসী মনে তার কর্ত্তব্য শেষ ক'রল।

কিন্তু রাজনগরে পৌছবার আগেই এক বিভ্রাট ঘটে গেল সেখানে। এক চাষীর দেওয়া জবাফুল হাতে সেদিন যখন অম্বরনাথ মন্দিরে এসে দাঁড়াল, তখন বাণী আর সহ্য করতে পারল না। রূঢ় তিরস্কারে অম্বরনাথকে বিদায় ত ক'রলই, সেই সঙ্গে হুকুম দিল আগুনাথকে ডেকে আনতে।

অম্বরনাথ পদত্যাগ পত্র দাখিল ক'রল রমাবল্লভের কাছে। টোলের অধ্যাপকের পদ থেকেও অব্যাহতি চায় সে। গুরুর নির্দ্দেশে আসামে যেতে হ'বে তাকে।

কিন্তু তখন কি জানত কি অভাবিত ঘটনা-জালে জড়িয়ে পড়তে চ'লেছে সে।

রাজনগরে পৌছে মৃগাঙ্ক মামীর মুখে জরুরী তলবের কারণটা শুনে হেসেই উড়িয়ে দিল। বোন হ'বে স্ত্রী! তা'ছাড়া বিবাহিত সে।

খবরটা শুনে কৃষ্ণপ্রিয়া একেবারে বজ্রাহত হলেন। বাণীকে পাত্রস্থ করার শেষ আশাটুকুও বুঝি মুছে যায়।

কিন্তু মৃগাঙ্ক অন্ধকারের মধ্যেও আলোর সন্ধান পেল, অকস্মাৎ নদীর তীরে অম্বরনাথের সঙ্গে দেখা হয়ে যেতে। কৈশোরে তাদের পরিচয় হ'য়েছিল কাশীর এক টোলে। এখনও সে অবিবাহিত আছে কিনা কৌশলে সেটা জেনে নিয়ে, ছুটল বাড়ীর দিকে।

তার প্রস্তাব শুনে স্তম্ভিত হ'লেন রমাবল্লভ।

বাণী কিন্তু একেবারে বিদ্রোহী হ'য়ে উঠল। মানুষকে যদিই বা সে বিয়ে করতে রাজী হয়েছে, তাই ব'লে ওই সামান্য পূজারী বামুনকে—

তবু শেষ পর্য্যন্ত তাকে হার মানতে হ'ল বাপ মায়ের মুখ চেয়ে। চোখের জল চেপে রাধাবল্লভের সামনে এসে ভেঙ্গে পড়ল "ঠাকুর, তোমার একী নিঠুর খেলা....."

অম্বরনাথ এসেছিল মন্দিরে মন স্থির করতে না পেরে। পরাজয়ের লজ্জাটুকু বাণী এড়াবার জন্যেই উদ্ধতভাবে জানাল বিয়ের সময় থেকে কিন্তু কোন সম্বন্ধ থাকবে না তাদের মধ্যে।

দৃঢ় কণ্ঠে প্রতিবাদ জানাল অম্বরনাথ। না, বিয়ের সময় থেকে নয়। সমস্ত শাস্ত্রীয় অনুষ্ঠান পালন করার পর থেকে।

তেজস্বিনী বাণী, অভিমানিনী বাণী এই দ্বিতীয়বার পরাভব মানতে বাধ্য হ'ল বলল "বেশ, তাই হ'বে। দেবতার সামনে শপথ কর—'

শপথ ক'রল অম্বরনাথ।

পানী গ্রহণের সময় অম্বরনাথের হাতের ওপর বাণীর হাত রেখে পুরোহিত যখন উদাত্ত কণ্ঠে আবৃত্তি করলেন "ওঁ মম ব্রতে তে হৃদয়ং দধাতু, মম চিত্তমনু-চিত্তন্তেঅস্তু.....'তখন বাণীর বুকখানা বার বার কেঁপে উঠল আর অদূরে দাঁড়িয়ে বিহ্বল হ'য়ে পড়ল মৃগাঙ্ক। বিয়ের মন্ত্রে এত!

পর দিনই সে রওণা হ'ল নতুন আলো চোখে নিয়ে। বাড়ী পৌছে, অজাকে নিভৃতে ডেকে বলল "আজ থেকে আমরা আর বন্ধু নয়। যদিদং হৃদয়ং মম, তদস্তু হৃদয়ং তব—মানে বোঝ?"

মানে বুঝতে হয়ত বাণীও চেয়েছিল; কিন্তু সুযোগ মিলল কই?

সকালে উঠেই অম্বরনাথ আসামে রওণা হচ্ছে। সকলের কাছেই বিদায় নিয়েছে সে; শুধু নেয় নি বাণীর কাছে। সব চেয়ে যে আপন, সেই হ'য়ে রইল সব চেয়ে পর।

দূরে, বহুদূরে মিলিয়ে গেল অম্বরনাথেব গাড়ী। খোলা জানালা পথে বাণী দাঁড়িয়ে রইল। নিষ্কৃতি দিয়ে গেল স্বামী, তবু সে খুসী হ'তে পারল কি? তবে বার বার চোখের কোণে অশ্রু ঘনিয়ে ওঠে কেন? কেন উদাত্ত সুরে মন্ত্র ধ্বনিত হয় তার কানে "ওঁ মম ব্রতে তে হৃদয়ং দধাতু.....যদিদং হৃদয়ং মম, তদস্তু হৃদয়ং তব....."

সঙ্গীত

(১)

জীবনে কাহার কে জানে সে কোন
"জীবন" রয়েছে বাঁধা।
ভুল কোরে যেন শ্যামসুন্দরে
দিসনে তাড়িয়ে রাধা।
মনের গভীরে মনখানি হায় কার
কে জানে কোথায় পড়ে রয় অনিবার
বিধির লিপিতে কী জানি, আবার
আছে কিনা বেঁধে-সাধা—!!
—বিমুখ থাকার-আড়ালে যে রয়
পিছনের—"মনস্মৃতি",—
কাঁদিবে আরোতা—'মুছে যাওয়া" ছলে
—মনের নিঝুমে নিতি ;
—দূরে "জড়ানোযে"—সুদূরে থাকার
আরো সে ভীষণ বাঁধা !!
ভুল কোরে যেন শ্যাম সুন্দরে
দিসনে তাড়িয়ে রাধা !!!

(২)

সহসা—
মেঘের কোলে
ফিক্ কোরে চাঁদ হাসলো !
ফাল্গুনের—
কনক চাঁপায়
কী জানি ফাঁস লাগলো ॥
'জলশতদল আড়চোখে চায়……পাশফিরে'
দুষ্টামি তার উপচে পড়ে……নীল্ নীরে ;
নয়নে—
শুধায় তারে
বল্‌খুলে………কী চাসরে ॥
(সেই) কুসুমের লজ্জা ধরে রং সজ্জা
বলিতে কি থেমে যায়।
হাসির আড়ালে আর কী গোপন দোলে তার
কী যেন সে কী লুকায় ;
হায় তবুও সেই কথা তার সৌরভে
যায় ভেসে যায় দখিন হাওয়ার "গৌরবে"—
কী জানি—
গোপন—কী তার
কোন জোয়ারে……ভাসলো ॥

(৩)

বলো বলো ঠাকুর তোমার
একি নিঠুর খেলা।
কোন "চাওয়াতে" আনলে কাহার
এ কোন ঝড়ের মেলা ।।
তোমার লাগি জীবনখানি যার
পথের পানে চেয়ে বলে
এই আমি তোমার !…(গো)
কোন অকূলে ভাসাতে চাও
তার সে ভাঙা ভেলা।
(বলো) সত্যি ক'রে বলো !—
তার তরে কি ঝরেনা ওই
একটু চোখের জলও ?
(তোমায়) মালা দিয়ে ডাকলো যেবা স্বামী।
কেমন ক'রে "তুমি" হারা
রইবে সে তার "আমি" !!!
তুমিই বলো কেমন ক'রে
কাটিবে তাহার বেলা ॥

ও·····মন
সুখের লাগি
যদি—
রহিস জাগি—
(তবে) —ব্যথাকে আর কেন
ভয়রে।

দিনের আলোর পাছে
রাতের—
কালো আছে
(জানিস)—দিবসযে রাতছাড়া·····
নয়রে।—

রাতের আঁধারে·····চাঁদের রূপালি
রূপধরি আরো জ্বলে!

শ্রাবণ যেথায়·····কেঁদে যায় সেথা
সোনার ফসল ফলে।—

(আজি) 'ধুলোবালির' তলায় ভেবে
হায় যারে চিনলি না
কে জানে সে সাতসাগরের·····
আসল মানিক কিনা।

ও তুই—
চোখ মুছে দেখ
কোথায় যে তোর
প্রাণেরও প্রাণখানি
রয়রে॥

স্তোত্র ঃ—

প্রভুমীশমনীশমশেষগুণং,
গুণহীনমহীশ-গরলাভরনম্।
রণ-নির্জ্জিত-দুর্জ্জয়দৈত্যপুরং,
প্রণমামি শিবং শিবকল্পতরুম্॥

গিরিরাজ-সুতান্বিত-বামতনুং,
তনু-নিন্দিত-রাজিত-কোটিবিধুম্।
বিধি-বিষ্ণু-শিরোধৃত-পাদযুগং,
প্রণমামি শিবং শিবকল্পতরুম্॥

শশলাঞ্ছিত-রঞ্জিতসম্মুকুটং,
কাটিলম্বিত-সুন্দর-কৃত্তিপটম্।
সুরশৈবলিনী-কৃত-পূতজটং,
প্রণমামি শিবং শিবকল্পতরুম্॥

মিলন হোলো জীবনে যার
চির বিদায় ঝড়—
(মিছে) 'মালার-বাঁধন'—হায় সেতো তার
অশ্রু সরোবর!!—

(সেই) কবে কখন—'সোনার স্বপন',—
গড়িতে কার আশা
বালু বেলায় হায়কী ভুলে বাঁধলো 'ভাঙা'-বাসা,—
(আর) হাসবে কি সে·····হাসি যাহার
আগুন অরোঝর॥

(কবে) হিয়ায় হিয়া বাঁধার ক্ষণে
থামলো হিয়া...ছুটি
কালবোশেখীর হঠাৎ ···হাওয়ায়
(সেথা) নামলো নিঠুর "ছুটি "····· !!—

(হায়) মিলনপথে···বিদায় কাঁদে, আকাশ ছলোছলো
এই-এ-'ছুটির'···শেষ কোথা যে কেউ জানো কি বলো
হৃদয় কি আর পাবে ফিরে
—"হৃদয় ছাওয়া ঘর"—

চিত্র পরিবেশক লিঃ এর পরিবেশনায়
পরবর্ত্তী চিত্র সম্ভার

এইচ. এন. সি.
প্রোডাকসন এর
দ্বিতীয় নিবেদন

কঙ্কাবতীর ঘাট

পরিচালনা
চিত্ত বসু

সুচিত্রা সেন
ও
উত্তমকুমার

কল্পনা চিত্র প্রতিষ্ঠান
লিঃ এর

লক্ষ্মীহারা

পরিচালনা
চিররঞ্জন মিত্র

দীপ্তি রায়, মঞ্জু দে, বিকাশ,
উত্তম প্রভৃতি

চলচ্ছবি লিঃ এর

মেজ বউ

পরিচালনা
দেবনারায়ণ গুপ্ত

সুচিত্রা সেন, বিকাশ, জহর, নিতীশ,
রেণুকা, মলিনা, সুপ্রভা, পাহাড়ী,
তরুণ প্রভৃতি

কে. সি.
প্রোডাকসন এর

তরণী সেন বধ

নিউ থিয়েটার্স রিলিজ

রচনা ঃ বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র
পরিচালনা ঃ
কার্ত্তিক চট্টোঃ

বাঙ্গলার মেয়ে

চিত্র পরিবেশক কর্তৃক প্রকাশিত এবং জুবিলী প্রেস, কলিকাতা-১৩ হইতে মুদ্রিত।